চুয়াডাঙ্গায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কমিটি ঘোষণা

চুয়াডাঙ্গায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহবায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। গতকাল রবিবার রাত সাড়ে দশটায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্যাডে কেন্দ্র থেকে এই কমিটি ঘোষণা করা হয়। ১০১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটিতে আহ্বায়ক হিসেবে আসলাম অর্ক ও সদস্য সচিব হিসেবে সাফফাতুল ইসলামের নাম ঘোষণা করা হয়।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক হাসনাত আব্দুল্লাহ ও সদস্য সচিব আসিফ সোহেল স্বাক্ষরিত একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

এতে মূখ্য সংগঠক সজীবুল ইসলাম, মূখপাত্র তামান্না খাতুন, যুগ্ম আহবায়ক তানভীর রহমান অনিক, যুগ্ম সদস্য সচিব রেজাউল বাসার প্লাবন, সংগঠক কামরুল হাসান কাজল সহ কমিটির বাকি সদস্যদের নাম ঘোষণা করা হয় ।

দর্শনা সরকারী কলেজে কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন

শিক্ষার্থীরাই ঠিক করবে ছাত্র দলের রাজনীতি কেমন হবে। তাদের মতামত নিতে আমি চুয়াডাঙ্গা ও দর্শনা সরকারি কলেজ এসেছি। ছাত্র-ছাত্রীরা জঙ্গি সংগঠন ছাত্রলীগের মত খুন গুম, ধর্ষণ, চাঁদাবাজি, দখলদারিত্র টেন্ডারবাজি ও মাদক ব্যবসায়ীদের রাজনীতি চাইনা। তারা চাচ্ছে সুন্দর সুষ্ঠু বৈষম্যহীন অংশীদারিত্ব ধারার রাজনীতি। যেখানে নারী ও পুরুষ সমান ভাবে অংশগ্রহণ করবে। দেশে রাজনীতিতে জাতীয় পার্টির রাজনীতি খুনি হাসিনার দোসর হিসেবে পক্ষ নিয়েছিল।

৫ই আগস্টের পর প্রেক্ষাপট ফিরেছে সুস্থ রাজনীতির ধারা। স্বাভাবিক রাজনীতিতে সুন্দর পরিবেশে ফিরে এসেছে। সময় তাদের পার্টি অফিস পুড়িয়ে দেয়া কে স্বাভাবিক শৃঙ্খলা বিনষ্ট করা হচ্ছে বলে মনে করছি। যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম বাংলাদেশের নিয়ে সম্প্রতি যেসব অনৈতিক মন্তব্য করেছে তার তীব্র প্রতিবাদ করছি ।

বাংলাদেশকে নিয়ে ভারতীয় মিডিয়ায় বিভিন্ন বিভ্রান্তিমূলক জঙ্গি রাষ্ট্র হিসেবে আখ্যা দিয়ে সংবাদ প্রকাশ করে ষড়যন্ত্র করছে। এই সময় জাতীয় পার্টির অফিস পুড়িয়ে দেয়া বিষয়টি অন্যদিকে প্রবাহিত করার পায়তারা চলাচ্ছে। জাতীয় পার্টির রাজনীতি করবে কিনা করবে না সেটা জনগণই ঠিক করবে। নির্বাহী আদেশে রাজনৈতিক বন্ধ করলে দেশে নতুন একটা সংকট দেখা দিতে পারে। বুয়েট শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদ হত্যার পর বুয়েট কর্তৃপক্ষ ছাত্রলীগের রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ছিলেন। তারই প্রতিফলন হিসেবে জঙ্গি সংগঠন ছাত্রলীগের রাজনীতি নিষিদ্ধ করেছে এটাকে আমরা সাধুবাদ জানায়। মেধার ভিত্তিতে ছাত্রদলের রাজনীতি গড়ে উঠেছে । মেধাবী রাজনীতিতে সবার অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে চাই বলে মন্তব্য করলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন নাসির।

আজ রোববার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা জেলা দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা সরকারি কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে মতবিনিময় ও দেশনায়ক তারেক রহমানের নির্দেশনা লিফলেট বিতরণী শেষে এ কথা বলেন তিনি।

এসময় তিনি দর্শনা সরকারি কলেজ চত্বরে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধকরণে বৃক্ষরোপন করে এবং দর্শনা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম সহ কলেজের শিক্ষকদের সাথে শিক্ষার মান উন্নতি করার লক্ষ্যে আলোচনাসভা করেন।পরে দর্শনা ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, শহীদ জিয়ার আদর্শ মেনে চলতে হবে। আপসহীন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপারসন দেশনায়ক তারেক রহমানের নির্দেশনা মেনে সৎ আদর্শময় রাজনীতি করার নির্দেশনা দেন।

উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রদলের সভাপতি শাজাহান খান, সিনিয়র সহ-সভাপতি তৌফিক এলাহী, সাধারণ সম্পাদক মমিন মালিতা, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জুয়েল মাহমুদ, সাংগঠনিক সম্পাদক আহসান হাবীব মামুন, দর্শনা সরকারি কলেজ ছাত্রদলের আহবায়ক ফজলুর রহমান,

সদস্য সচিব পলাশ আহমেদ, সিনিয়র যুগ্ন আহবায়ক মোফাজ্জল হোসেন মোফা, যুগ্ম আহবায়ক হোসাইন, পাপ্পু, আসিফ হোসেন, রাজু আহমেদ, আব্বাস হোসেন প্রমুখ।

দর্শনায় বিএনপির ৩১ দফা প্রস্তাব বাস্তবায়নের লক্ষে লিফলেট বিতরণ

সারা দেশের ন্যায় দর্শনায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান কতৃক জাতির সামনে উপস্থাপিত রাষ্ট কাঠমো মেরামতে ৩১ দফা বাস্তবায়নের লক্ষে লিফলেট বিতরন ও আলোচনাসভা অনুষ্টিত হয়েছে।

আজ রবিবার বেলা সাড়ে ১২ টার দিকে দর্শনা রেলবাজার শাহারিয়ার শুভ মুক্ত মঞ্চে অনুষ্টিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন দর্শনা পৌর স্বেচ্ছা সেবক দলের আহবায়ক আব্দুল মান্নান।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথী হিসাবে আলোচনা করেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের সাংগঠনিক সম্পাদক নাজমুল হাসান।

এসময় তিনি বলেন, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে দেশে ফিরিয়ে আনতে হবে। আগামী দিনের রাষ্ট নায়ক তারেক রহমানের হাতকে শক্তিশালী করতে হবে। আপনারা দলকে সুসংগঠিত দল হিসাবে জনগনের কাছে তুলে ধরুন এবং দলকে আগামী দিনে দেশ চালাতে জনগনের সামনে তারেক জিয়ার ৩১ দফা বাস্তবায়নে কাজ করুন।

এ সময় তিনি আরও বলেন,স্বৈরশাসক শেখ হাসিনাসহ একযোগে সবাই পালিয়ে যাওয়া সারাবিশ্ব ব্যাপি নজির বিহীন।তাই এখন দেশের বাইরে বসে দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে সে দিকে খেয়াল রাখবেন। এদেশ আগামীতে রাষ্টনায়ক তারেক রহমানের দেশে এনে জনগনের সেবা করার সুযোগ দেন।পরে দর্শনা রেল বাজার ব্যাবসায়ীদের ও পথচারীদের মাঝে ৩১ দফা বাস্তবায়নের লক্ষে লিফলেট বিতরন করেন।

এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয়

স্বেচ্ছাসেবকদলের সহ-সাধারণ সম্পাদক মোঃ বাবুল সারেং, সমাজ সেবা বিষয়ক সম্পাদক মামুন হাশেমী দিপু, কেন্দ্রীয় সংসদের সদস্য আমান উল্লা আমান, চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি শফিকুল ইসলাম পিটু, সাধারণ সম্পাদক এম, এ, তালহা, এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র সহ সভাপতি সৈয়দ শরিফুল আলম বিলাস, সহ সভাপতি এহ্সানুল হক স্বরাজ, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক মনজুরুল জাহিদ, হামিদ উদ্দিন বাবু, আরিফুর রহমান রিবন, সাংগঠনিক সম্পাদক শামীম হাসান টুটুল, নাট্য বিষয়ক সম্পাদক মোমিনুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য ও সঞ্চালনা করেন দর্শনা থানা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক নুর আলম সিদ্দিকী মজনু।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দর্শনা পৌর বিএনপির প্রধান সমন্বয়ক হাবিবুর রহমান বুলেট, সমন্বয়ক নাহারুল ইসলাম মাষ্টার, শরীফ উদ্দিন, আল হাজ্ব মশিউর রহমান, নাসির উদ্দিন খেদু, শফিউল আজম তোতা, আরও উপস্থিত ছিলেন দর্শনা থানা যুবদলের সদস্য সচিব মিলন মোল্লা, দর্শনা পৌর যুবদলের আহবায়ক ফারুক হোসেন, সদস্য সচিব জালাল উদ্দিন দর্শনা থানা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহবায়ক রুহুল আমিন, মীর অনিক, জামাত আলী, আব্দুস সালাম, কাশেম, তাসলিম উদ্দিন মান্ডার, অনিক মোল্লা, চন্ঞল, আলামিন, জালাল, ডালিম শহিদুল, মামুন, সুজন, মিন্টু. হাকিম, আতিয়ার।

আরও উপস্থিত ছিলেন দর্শনা পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহবায়ক এনামুল হক বাবু, সানোয়ার হোসেন, আবু সাঈদ রতন, মহিম কুমার রতন, মোমিন, আব্দুল আজিজ, মুহিন, সমীর শাহ্, এছাড়া আরও বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গায় টিসিবির পন্য বিতরণ

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদে আজ রোববার সকাল ১০ টার দিকে ৪৭০ টাকা মূল্যর প্যাকেজে ৫ কেজি চাউল, ২ লিটার সয়াবিন তেল, ২ কেজি মুসুরির ডাল বিক্রি করা হয় টিসিবির

কার্ডধারীদের মাঝে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন কার্পাসডাঙ্গা ইউপি চেয়ারম্যান আ:করিম বিশ্বাস, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি সামসুল হক, সহ-সভাপতি করম আলী, যুগ্ম সম্পাদক জুলফিকার আলী ভুট্টো, সাংগঠনিক সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম টুটুল, বিএনপি নেতা মিজানুর, বাশার, সাবেক মেম্বর নোয়াজ্জেস, উপজেলা কৃষকদলের সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক আ:মতিন খসরু, উপজেলা সেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক আ:কাদের, উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব এমডিকে সুলতান, যুগ্ম আহবায়ক জুলফিক্কার আলী ভুট্টো কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন সেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক মমিন বিশ্বাস, সদস্য সচিব খাইরুল,ইউনিয়ন যুবদল নেতা দেলোয়ার, কবির, রুস্তম, আহসান, এনামুল, আহসান-২, সুমন, রাজু, হামজা, রাজু, বাবু, শুকুর আলী, প্যানেল চেয়ারম্যান সাজিবার রহমান, আলমগীর হোসেন, সুমাইয়া খাতুন, মনিরুজ্জামান মন্টু মেম্বর, সিরাজুল ইসলাম, মাহাবুব, বিল্লাল হোসেন, সালাম, আ:রাজ্জাক,আনেহার, দেলোয়ারা, ইউপি সচিব হাসানুজ্জামান, হিসাবরক্ষক মতিয়ার রহমান, উদ্যোক্তা হারুন, হীরা, ওমেদুল প্রমুখ।

দামুড়হুদায় স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের পথসভা ও লিফলেট বিতরণ

দামুড়হুদায় বাসস্ট্যান্ড ও বাজারের মধ্যে পথসভা ও লিফলেট বিতরণ করেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবদলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির নেতৃবৃন্দ।

আজ রবিবার (৩ নভেম্বর) সকাল ১০টার দিকে দামুড়হুদা বাস স্ট্যান্ডে পথসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক নাজমুল হাসান।

বক্তব্যে তিনি বলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ২০২৩ সালে ১৩ জুলাই জাতির সামনে উত্থাপিত রাষ্ট্রের কাঠামো মেরামতের যে ৩১ দফা ঘোষণা করেছেন। তারই বাস্তবায়নের জন্য আজ চুয়াডাঙ্গা জেলায় আমরা এসেছি এবং পথসভা ও লিফলেট বিতরণ করছি।

তিনি আরো বলেন, আমরা মানুষের মৌলিক অধিকারের জন্য ১৭ বছর থেকে আন্দোলন সংগ্রাম করছি। এ আন্দোলন সংগ্রাম করতে গিয়ে আমাদের প্রায় ১০০০ নেতাকর্মীকে গুম করা হয়েছে। মানুষের মৌলিক অধিকার এবং ভোটের অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন সংগ্রাম করতে গিয়ে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ৮০ বছর বয়সে মিথ্যা মামলায় সাত বছর কারাবরণ করতে হয়েছে।

এই দাবি আদায় করতে গিয়ে ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে দেশনায়ক তারেক রহমানকে একের পর এক মিথ্যা মামলা দিয়ে তাকে বিদেশের মাটিতে থাকতে বাধ্য করেছে শেখ হাসিনা। ১৭ টি বছর ধরে মানুষের উপর অন্যায় অত্যাচার নিপীড়ন করে আসছে। আমরা দেখেছি, শাপলা চত্ত্বরে কিভাবে হাজার হাজার মাদরাসার ছাত্রদের উপর গুলি করে হত্যা কারা হয়েছিল। তারপর আমরা দেখেছি কিভাবে বেগম খালেদা জিয়া তার ৪০ বছরের বসবাসরত বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিলো। এভাবে ১৭ বছর মানুষের উপর অন্যায় অত্যাচার করেছে, তারই বিস্ফোরণ ঘটেছে ৫ আগষ্ট ছাত্র জনতার বিপ্লবের মাধ্যমে।

পথসভা শেষে স্বেচ্ছাসেবকদলের নেতাকর্মীরা দামুড়হুদা বাস স্ট্যান্ড ও বাজারের মধ্যে খালেদা জিয়ার পক্ষ থেকে সালাম এবং বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের উপস্থাপিত ৩১ দফা লিপিবদ্ধ লিফলেট বিতরণ করেন।

দামুড়হুদা উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি মোঃ ইকরামুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক নাজমুল হাসান। বিশেষ অতিথি ছিলেন স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বাবুল সারেং,সমাজ কল্যাণ সম্পাদক মামুন হোসেন দিপু। চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি শফিকুল ইসলাম পিটু, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মঞ্জুরুল জাহিদ।

চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক এম এ তালহা’র সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা থানা বিএনপির

সভাপতি মোঃ মনিরুজ্জামান মনির,সাধারণ সম্পাদক মোঃ রফিকুল হাসান তনু, যুগ্ম সম্পাদক মন্টু মিয়া। দামুড়হুদা উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব মোঃ জাকির হোসেন, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুল কাদের, যুগ্ম আহ্বায়ক রকিবুল হাসান তোতা, যুগ্ম আহ্বায়ক জাহিদুল হাসান, যুগ্ম আহ্বায়ক মাহবুব আলম, যুগ্ম আহ্বায়ক জাহিদ মোল্লা। উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব মোঃ মাহফুজুর রহমান মিল্টন, যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম, সদর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মোঃ আব্দুর রহিম, সাধারণ সম্পাদক মোঃ আনছার আলী, উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক আফজালুল হক সবুজসহ জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন।

ইউটিউব দেখে চায়না কমলা চাষে বাজিমাত রাজা মিয়ার

ইউটিউব দেখে শখের বসে চায়না কমলার বাগান করে সফলতা পেয়েছেন চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা নাস্তিপুর গ্রামের উদ্যেক্তা রাজা মিয়া। থোকায় থোকায় চায়না কমলার ফলনে হাসি ফুটেছে রাজা মিয়ার মুখে।

উদ্যেক্তা রাজা মিয়া বলেন, আমার ১ বিঘা জমিতে ১০০ টি চায়না কমলার চারা রোপণ করেছিলাম । এখন বাগানের বয়স ৫ বছর। রোপণের প্রথম বছরে অল্প কিছু ফল আসে । দ্বিতীয় বছরে প্রথম বারের থেকে একটু ফলন বেশি হলেও তৃতীয় বছরে পরিপূর্ণ ভাবে চায়না কমলার গাছে ফল আসা শুরু হয়।

বিঘা প্রতি খরচের বিষয়ে জানতে চাইলে রাজা মিয়া বলেন, প্রথমে খরচ একটু বেশি হয়েছে কারন জমির চারিদিকে কাঁটাতারের বেড়া দিতে হয়েছে, চারা কেনা , জমি চাষ ও অন্যন্য খরচ দিয়ে আমার প্রায় এক থেকে দেড় লক্ষ টাকা মতো খরচ হয়েছিল। চায়না কমলা চাষ করেছি কারণ চায়না কমলার রোগ বালাই কম, কয়েকটি রোগ দেখা গেলেও ঔষধ এর মাধ্যমে তা সমাধান করা যায়। আমাদের দেশের আবহাওয়ার সাথে এটি মানিয়ে নিয়েছে বলে আমার মনে হচ্ছে ।

পরিচর্যার বিষয়ে তিনি বলেন, চায়না কমলার একটু দেখাশোনা করলেই

অধিক ফলন পাওয়া সম্ভব। তবে খেয়াল রাখতে হবে জমিতে পানি না জমে। কারণ গাছের গোড়ায় পানি জমলে গাছ মারা যেতে পারে এবং গাছে ফল থাকলে ঝরে যেতে পারে। জমির আগাছা সবসময় পরিস্কার রাখতে হবে, সেই সাথে জৈব সার দিতে হবে। কথায় আছে”যত্ন নিলে রত্ন মিলে” সুতরাং একটু যত্ন নিলে চায়না কমলার ফলন বেশি পাওয়া যাবে।

উদ্যেক্তা রাজা মিয়া আরও বলেন চায়না কমলার বাগান নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখি কারণ, শুরুতে ইউটিউব ও শখের বসে চয়না কমলার বাগান শুরু করে আল্লাহর রহমতে আজ এই পর্যন্ত আসতে পেরেছি। নিজের বাগানের গাছে থোকায় থোকায় চায়না কমলা দেখে আনন্দে মন ভরে যায়।

দর্শনায় সাবেক কাউন্সিলহরকে হামলা মামলার প্রধান আসামি গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে সাবেক কাউন্সিলর আশুর উদ্দীন আশুকে কুপিয়ে জখম করা মামলায় প্রধান আসামি রাশেদকে (৪০) গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃত রাশেদ দর্শনা পৌরসভার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের সানিরুলের ছেলে।

আজ শনিবার (২ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ শহীদ তিতুমীরের নেতৃত্বে দর্শনা পৌরসভার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের শৈল মারি মাঠে সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে।

উল্ল্যেখ্য গত ২২ অক্টোবর রাত ৮ টার দিকে দর্শনা থানাধীন ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের বড় মসজিদের পাশে জনৈক ওসমান (৩২) এর মুদি দোকানের সামনে সাবেক কাউন্সিলর আগুরউদ্দীন আশুকে কুপিয়ে জখম করে পালসার মোটরসাইকেলে আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে দেয়। এ ঘটনায় ফরমান আলী বাদি হয়ে ৪ জনের নাম উল্লেখ করে ৭/৮ অজ্ঞাত আসামী করে দর্শনা

থানায় মামলা দায়ের করে যার মামলা নং ১৯।

চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সাপ্তাহিক সাহিত্য আসর পদধ্বনি অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের নিয়মিত সাপ্তাহিক সাহিত্য আসর পদধ্বনির ১৫৫১ তম পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদ কার্যালয়ে আজ শুক্রবার বিকাল সাড়ে পাঁচটাই চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সাপ্তাহিক পদধ্বনি অনুষ্ঠিত হয়। ১৫৫১তম পর্বে সভাপতিত্ব করেন চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ইকবাল আতাহার তাজ।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সাবেক সভাপতি বনোয়ারী লাল বাগলা গুরুতর অসুস্থ থাকায় ওনার সুস্থতা কামনা করা হয়। স্বরচিত লেখা পাঠ করেন আবু নাসিফ খলিল, নটরাজ হারুন অর রশিদ, খালেকুজ্জামান, এম এ হামিদ,শওকত আলী বিশ্বাস,কাজল গুরু, বনলতা, মিম্মা সুলতানা,সুমন মালিক,শহিদুল ইসলাম, আনছার আলী,কাজল মাহমুদ, হুমায়ুন কবীর,সুমন ইকবাল,ডা. তোফাজ্জল প্রমুখ।

স্বরচিত লেখার উপর আলোচনা করেন চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ইকবাল আতাহার তাজ, সহ সভাপতি আনছার আলী, কাজল মাহমুদ,আবু নাসিফ খলিল প্রমুখ। চিরায়ত সাহিত্য থেকে লেখা পাঠ করেন এ্যাড. বজলুল রহমান। অনুভূতি ব্যক্ত করেন অধ্যক্ষ শাহাজাহান, শেখ সেলিম প্রমুখ।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সহ সাধারণ সম্পাদক সুমন ইকবাল ।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোলাম কবীর মুকুল, হোসেন মোহাম্মদ ফারুক প্রমুখ। অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে সভাপতি অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

চুয়াডাঙ্গার নেহালপুরে টিসিবি’র পণ্য বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার নেহালপুর ইউনিয়ন পরিষদে টিসিবি’র পণ্য বিতরণে ব্যাবক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। কার্ড থাকা সত্বেও অনেক কার্ডধারীকে দেয়া হয়নি মালামাল। সকাল থেকে দিনমুজুর কামাই করে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরেছে খালি হাতে। মালামাল না পেয়ে নিজের কার্ড ফেরত চাইলেও তা দেয়নি কর্তপক্ষ। বিষয়টি নিয়ে ভুক্তোভোগি মহলে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার নবগঠিত নেহালপুর ইউনিয়নে গত পরশু বৃহস্পতিবার টিসিবি’র পন্য বিক্রির নির্ধারিত দিন ধার্য ছিলো। কার্ডপ্রতি ৪৭০ টাকায় ৫ কেজি চাল, ২ কেজি মসুরির ডাল এবং ২ লিটার তেল বরাদ্ধ ছিলো। ইউনিয়নের কোটালী গ্রামের কলম আলী, ইনতাজ, মমিন, রাজ্জাক, আছিয়া, জবেদা, আ.রহমান, মনভাজ, কহিনুর, আনেছা, শুকুর আলী, শামীম, আমিরুল, নেকবার, আনারুল, বিল্লাল, জরি আলী, বকুল, জাহাঙ্গীর, সাদিকুল, নাজমা, রহিমা, খাইরুল, কাবিল, শহিদুল, জামাল হোসেন অভিযোগ করে বলেন, শুরু থেকে আমরা টিসিবি’র মালামাল পেয়ে আসছি। সে মোতাবেক জন কামাই করে সকাল টিসিবি’র মালামাল কেনার জন্য পরিষদে যায়। পরিষদের পক্ষ থেকে আমাদেরকে জানানো হয় তালিকায় তোমাদের নাম নেই। তখন আমরা আমাদের কার্ডটি ফেরত চাই। কার্ড ফেরত দিতে নানা টালবাহানা শুরু করে দেয় দায়িত্বরতরা। এক এক সময় একএক ধরনের তথ্য দেয়া হয় আমাদের। এনিয়ে উত্তেজনা দেখা দেয় এবং হট্রগোল ও চরম বিশৃংখলা দেখা দেয়। চৌকিদার মিজানুর, আজিজুল ও আমিরুল আমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার ও মারমুখি আচরণ করে। আমরা কেন টিসিবি’র পণ্য পাবনা তার যৌক্তিক কারণ জানতে চাই। অধিকার চাইতে গেলে দায়িত্বরতা পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে দেবারও ভয় দেখায়। একপর্যায় আমাদের মালামাল লাগবে না, আমাদের কার্ডটি অন্ত:ত্ব ফেরত দেন। কার্ডটি ফেরত দিতেও ব্যার্থ হয় কর্তৃৃপক্ষ।

এদিকে একটি সূত্র জানায়, সাবেক বেগমপুর ইউনিয়নে ২ হাজার ৫৬টি

টিসিবি’র কার্ডধারী সদস্য আছে। যার মধ্যে নবগঠিত নেহালপুর ইউনিয়নে প্রায় ১ হাজার ১৫৬টি বরাদ্ধ রয়েছে। পরে অবশ্য ২ হাজার কার্ড দু’টি ইউনিয়নে সমান ভাগে ভাগ হয়েছে বলে জানাগেছে।

কার্ডধারীরা অভিযোগ করে আরও বলেন, কার্ডধারী দরিদ্র মুনুষগুলো একটু স্বাশ্রয়ে পণ্য কেনার আশায় দিন কামাই করে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খেয়ে না খেয়ে মালামাল না পেয়ে খালি হাতে বাড়ি ফিরতে হয়েছে। আর চৌকিদার দফাদারা যে আচরন করে খে সেটা ভাষায় বর্ণনা করা যাবে না। চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের নিকট বিষয়টি সুষ্ঠ তদন্তের দাবি জানিয়েছে ভুক্তোভোগি মহল।

আলমডাঙ্গার জামজামি গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ

আলমডাঙ্গা উপজেলার জামজামি গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ মহিবুল ইসলামের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাৎ ও নিয়োগবাণিজ্যসহ নানা অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। এছাড়া স্কুল ফান্ডের টাকায় কেনা জমি স্ত্রীর নামে রেজিস্ট্রিসহ শিক্ষকদের বেতন বন্ধ রেখেছে ওই অধ্যক্ষ।

আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ওই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও সাবেক ম্যানেজিং কমিটির সদস্যরা এসব অভিযোগ তোলেন।

তারা বলেন, রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে অধ্যক্ষ বনে গেছেন। দেশের পটপরিবর্তনের পর শিক্ষক ও সাবেক ম্যানেজিং কমিটির সদস্যরা তাঁর বিষয়ে মুখ খুলতে বসেছে।

অভিযোগ সুত্রে জানা যায়, ১৯৯৯ সালে আলমডাঙ্গার জামজামী গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য গ্রামের শাহাদৎ হোসেন মন্টু ৪২ শতক ও মঙ্গল সর্দ্দার নামের একব্যক্তি ৩০ শতক জমি দান করেন। গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ প্রতিষ্ঠার পর প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব

পালন করছেন মহিবুল ইসলাম। তিনি স্কুলের পাশে প্রতিষ্ঠানের টাকায় নবিরন নেছা নামের এক মহিলার নিকট থেকে ৩২ শতক জমি ক্রয় করেন। ওই জমি ক্রয়ের সময় প্রধান শিক্ষক মহিবুল ইসলাম তার স্ত্রী জেসমিন আরার নামে রেজিষ্ট্রি করেন। কয়েক বছর আগে প্রতিষ্ঠানে কলেজ শাখা খোলা হয়। কলেজ শাখা খোলার সময় মহিবুল ইসলাম তার স্ত্রীকে দিয়ে জমিটি কলেজের নামে রেজিস্ট্রি করে অবৈধভাবা দাতা সদস্য মনোনীত হন। এছাড়াও ততকালিন ক্ষমতাসিনদের ছত্রছায়ায় শিক্ষকদের সাথে অসদাচারণ,বেতন না দিয়ে শিক্ষদের হয়রানি করাসহ শিক্ষক নিয়োগের নামে টাকা আত্মসাত করেন।

প্রতিষ্ঠানের সাবেক ম্যাজিং কমিটির সদস্য রফি উদ্দিন জানান, তার ভাগ্নে হবি থানার গাংদী গ্রামের জাহাঙ্গীর আলমের চাকুরীর জন্য অধ্যক্ষ মহিবুল ইসলামের নিকট চারজন শিক্ষককে সাথে নিয়ে ১ লাখ ৪০ হাজার টাকা দেন। পরে দুই দফায় রফিউদ্দিন আরও ১ লাখ ৫ হাজার টাকা দেন। ২ লাখ ৪৫ হাজার টাকা নিয়ে জাহাঙ্গীর আলমকে চাকুরী দেননি। চাকরী না পেয়ে টাকা ফেরৎ চাইতে গেলে তিনি আওয়ামীলীগের ক্ষমতার ভয় দেখিয়ে তাকে তাড়িয়ে দেন।

প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক মহিনুর রহমান, জহুরুল ইসলাম, ছানোয়ার হোসেন, আরমান আলী, জিন্নাত আলী, হেকিম আলী, শরিফুল ইসলাম, ইমাদুল হক, আবুল কাশেম অভিযোগ করে জানান অধ্যক্ষ মহিবুল ইসলাম গত ১৬ বছর ধরে দলীয় ক্ষমতার ভয় দেখিয়ে তার তেলবাজ অনুসারী শিক্ষকদের সাথে নিয়ে শিক্ষক প্রতিনিধি করে প্রতিষ্ঠান চালাতেন। তিনি তৎকালিন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সাবেক সংসদ সেলুন জোয়ার্দ্দারের ভাই রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার টোটনকেও সভাপতি করেন । তাকে সাথে নিয়ে মেতে উঠেন প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ বাণিজ্যে। কয়েক বছরে নিয়োগ বাণিজ্য করে প্রায় অর্ধকোটি টাকা আত্মসাৎ করে অধ্যক্ষ মহিবুল ইসলাম। দীর্ঘ বছর ধরে প্রতিষ্ঠান থেকে কোন টাকা শিক্ষকদের দেননি, এমনকি শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে নেওয়া উপবৃত্তির টিউশন ফ্রির টাকাও আত্মসাৎ করেন তিনি।

শিক্ষকরা আরও জানান, বেশ কয়েকজন শিক্ষকের বেতন বিনা কারণে বন্ধ করে রেখে হয়রানি করেন।

অধ্যক্ষ মহিবুল ইসলাম তার দাড়ি ছিড়ে দেওয়াও হুমকি দেওয়া সহ প্রতিষ্ঠানের বেশকিছু শিক্ষককে মামলার ভয় দেখাতে থাকেন।

এসকল অভিযোগ তুলে শিক্ষকরা অধ্যক্ষ মহিবুল ইসলামের অপসারন দাবী

করেন।

এসব অভিযোগের বিষয়ে অধ্যক্ষ মহিবুল ইসলাম বলেন, তার নামে শিক্ষকরা যে সকল অভিযোগ তুলেছেন তা সঠিক নয়। তিনি এসকল কাজের সাথে জড়িত নন।